



জাবিতে যৌন নিপীড়নের ঘটনায় সিন্ডিকেট ঘেরাও করতে গেলে পুলিশ ও আন্দোলনকারী শিক্ষার্থীদের মধ্যে হাটু-বিতণ্ডা হয় -ইত্তেফাক

জাবিতে যৌন নিপীড়নের অভিযোগ থেকে শিক্ষককে অব্যাহতি

পুলিশের সঙ্গে শিক্ষার্থীদের সংঘর্ষে আহত ১০ ॥ গাড়ি ভাঙচুর

॥ জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্বোদ্যোগ ॥

যৌন নিপীড়নের অভিযোগ থেকে জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের নাটক ও নাট্যতত্ত্ব বিভাগের সভাপতি ছানোয়ার হোসেনকে অব্যাহতি দেয়ার প্রতিবাদে ৬০/৭০ জন শিক্ষার্থীরা অনশন করছেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের বিশেষ সিন্ডিকেট সভা শেষে সন্ধ্যা ৭টার দিকে এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে ছানোয়ারকে অব্যাহতি দেয়ার বিষয়টি জানানোর পর শিক্ষার্থীরা উপাচার্যসহ সিন্ডিকেট সদস্যদের অবরোধ করে। পরে রাত সাড়ে ৯টার দিকে অবরোধ তুলে নিয়ে শহীদ মিনার চত্বরে শিক্ষার্থীরা অনশন শুরু করে। এর আগে ছানোয়ার হোসেনের বিরুদ্ধে যৌন নিপীড়নের অভিযোগ সংশ্লিষ্টভাবে প্রমাণিত না হওয়ায় তাকে অভিযোগ থেকে অব্যাহতি দেয়া হয়েছে। চার মাস পর তদন্ত কমিটির রিপোর্টের ভিত্তিতে সিন্ডিকেটের বিশেষ সভায় শনিবার এ সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। এদিকে সিন্ডিকেটের সিদ্ধান্ত ঘোষণার পর আন্দোলনকারী শিক্ষার্থীরা রাত সাড়ে ৭ টায় প্রশাসনিক ভবন ও বিশ্ববিদ্যালয়ের ১০/১২ টি গাড়ি ভাঙচুর করে। পুলিশের সঙ্গে ধাওয়া-পাল্টা ধাওয়ার সময় কমপক্ষে ১৫ জন আহত হয়েছে।

ছাত্রদের দাবির মুখে ২ টায় বসে সিন্ডিকেটের বিশেষ সভা। পূর্ব ঘোষিত কর্মসূচি অনুযায়ী আন্দোলনকারী শিক্ষার্থীরা কয়েক দফায় সিন্ডিকেট ঘেরাও করতে গেলে পুলিশী বাধ্যয় তারা সিন্ডিকেট ঘেরাও করতে পারেনি। এ সময় তারা ব্যারিকেডের সামনে (২য় পৃঃ ৪-৫র কঃ ৫ঃ)

জাবিতে যৌন নিপীড়নের

(প্রথম পৃঃ পর)

তারা প্রতিবাদী গণসংগীত পরিবেশন করে সন্ধ্যা ৭ টায় সিন্ডিকেট সিদ্ধান্ত জানালে আন্দোলনকারীরা বিক্ষোভ করতে থাকে। এ সময় পুলিশের সঙ্গে তাদের কয়েক দফায় ধাওয়া-পাল্টা ধাওয়া হয়। এতে কমপক্ষে ১৫ জন আহত হয়। এ সময় তারা প্রশাসনিক ভবনের সামনে আগুন ধরিয়ে রাখায় ডয়ে অবস্থান নেয় এবং প্রশাসনিক ভবনে ভাঙচুর চালায়। আন্দোলনকারীরা এ সময় ক্যাশপানের ১০/১২টি গাড়ি ভাঙচুর করে। আর রবিবার থেকে তারা পুনরায় অনশন কর্মসূচি ঘোষণা করে।

গতকাল রাতে এ রিপোর্ট লেখা পর্যন্ত শিক্ষার্থীরা প্রশাসনিক ভবনের সামনে ডিসিসহ সিন্ডিকেট সদস্যদের অবরুদ্ধ করে বিক্ষোভ পালন করছিল।